পীযূষকান্তি সরকার

বঙ্গদেশে বাংলা শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর এবং হ্যালিডে সাহেব

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা চিন্তা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসারের শিক্ষাদর্শকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-কেন্দ্র ছিল কলকাতার সংস্কৃত কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১ জানুয়ারি, ১৮২৪)। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৮ সাল এই বারো বছর যুগকালের মধ্যে দীর্ঘ ন'বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পরিচালনা থেকে অধ্যক্ষতা বিবিধ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দিনগুলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় শুধু সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠোন্নয়ন নয়, বাংলার জনশিক্ষা প্রসারের চিন্তাও করেছেন। এতদ্বিষয়ে চারটি পরিকল্পনা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছেন, যার মূলসুরটি ছিল বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তার এবং ভাষার সমৃদ্ধ ভিত্তির উপর সাহিত্যের স্ফুরণ ঘটানো। তাঁর পেশ করা পরিকল্পনাগুলির সময়পর্ব ছিল—

১. প্রথমত—কলেজের সহ-সম্পাদক থাকা কালে একটি (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬)

২. দ্বিতীয়ত—সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে একটি (১২ এপ্রিল, ১৮৫২)

৩. তৃতীয়ত—শিক্ষাসংসদ (Council of Education) বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মি. ব্যালান্টাইন (James R Ballantyne) কে কলকাতার সংস্কৃত কলেজটি পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে ১৮৫৩-র জুলাই-আগস্ট মাসে তিনি ঐ কলেজ পরিদর্শন-পূর্বক একটি সুদীর্ঘ রিপোর্ট সংসদে পেশ করেন এবং সংসদ তা ২৯ আগস্ট বিদ্যাসাগরের নিকট তাঁর মতামতের জন্য প্রেরণ করে। ব্যালান্টাইন সাহেব কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষাবাহনে লব্ধ জ্ঞানের 'দ্বিবিধ সত্য সংকট' (Double truth dilemma) লক্ষ করেছিলেন। তাঁর এই ধারণাকে খণ্ডন ক'রে বিদ্যাসাগর ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ যে বক্তব্য পেশ করেন, তার মূল কথা ছিল ভাবগত নয়, কলেজের বিষয়গত দিক তুলে ধরা। মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসার এবং সেই লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ যথা—

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলা স্কুল স্থাপন করা।

এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করা।

এই সকল বিদ্যালয়গুলিতে পাঠদানের জন্য আদর্শ কিছু শিক্ষক তৈরি করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধন করা।

৪. চতুর্থত-সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালে ছোটোলাট হ্যালিডে মারফত তিনি একটি শিক্ষা পরিকল্পনা (Notes on Vernacular Education) পেশ করেন (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪)।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর এই চিন্তা এবং শিক্ষাদর্শকে বাস্তবায়িত করতে যে যে ইংরেজ রাজপুরুষের সহৃদয় সহায়তা পেয়েছিলেন তাঁরা হ'লেন স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে, এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি ও পরীক্ষক এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত মেজর জি.

টি. মার্শাল। মার্শাল সাহেব ছিলেন বিদ্যাসাগরের একান্ত গুণগ্রাহী এবং শুভানুধ্যায়ী; বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। মার্শাল সাহেবের আদেশে বিখ্যাত হিন্দি গ্রন্থ 'বৈতাল পচ্চীসী'-র বঙ্গানুবাদ ক'রে তিনি লিখেছিলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (প্রথম প্রকাশ ১৯০৩ সংবৎ ইংরেজি ১৮৪৭) নামক গদ্যগ্রন্থ। এছাড়া শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের Out line of History of Bengal-এর শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের লেখা *বাঙ্গালার ইতিহাস* (২য় ভাগ)-এর চমৎকার ভূমিকা ('মার্শম্যানের ইতিহাসের বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদসহ মার্শম্যানের সমর্থনে 'এ গাইড টু বেঙ্গল' টীকাটিপ্পনী।) লিখে দিয়েছিলেন এই মার্শাল সাহেব। মার্শম্যানের এই গদ্য অবলম্বনেই বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ লেখেন গোবিন্দচন্দ্র সেন, ১৮৪০ সালে এবং ডাঃ জন ওয়েঙ্গার বঙ্গানুবাদ করে লেখেন 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' (১৮৫৩)। অপরদিকে স্যার হ্যালিডে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ হ'লেও বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি ছিলেন 'ফ্রেন্ড-ফিলজফার এন্ড গাইড।' প্রকৃতপক্ষে কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা শিক্ষা বিস্তারে এতটা অগ্রসর হ'তে পারতেন কি না সন্দেহ।

বস্তুত হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রথম পরিচয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কার্যকালে। স্যার এক জে হ্যালিডে একদা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। কলেজের হেড পণ্ডিত তথা সেরেস্তাদার বিদ্যাসাগরকে ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ (সিভিলিয়ান) স্যার হ্যালিডে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, যেমন শ্রদ্ধা করতে স্যার জন পিটার গ্রান্ট, স্যার সিসিল বিডন, স্যার উইলিয়াম গ্রে প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে বাংলা প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর (Lieutenant Governor) বা ছোটোলাট হয়েছিলেন। স্যার হ্যালিডে ছিলেন বাংলা-প্রদেশের প্রথম ছোটোলাট (১৮৫৪-৫৯)।

ওয়ারেন হেস্টিংস এর সময় (১৭৭২-১৭৮৫) থেকে বাংলা প্রেসিডেন্সি বড়োলাটের (Governor General) শাসনে আসে। তার পূর্ববর্তী প্রশাসকরা ছিলেন বাংলার গভর্নর। ভারতে ইংরেজ শাসনাধীনে আগত অঞ্চল বাড়তে বাড়তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে পূর্বে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮৩৬ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (পূর্বতন আগ্রা প্রদেশ) ছোটোলাট (Lieutenant Governor) পদ সৃষ্টি হ'লেও বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং। ১৮৪৩ সালে বাংলাদেশের শাসনকার্যের সুবিধার্থে একটি সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একজন সেক্রেটারি এবং দু'জন আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু মূলত একই ব্যক্তির পক্ষে গভর্নর জেনারেল এবং বাংলার গভর্নর এর দায়িত্ব পালনের ফলে বাংলা-প্রেসিডেন্সিতে শাসনকার্যে অসুবিধা দেখা দেয়। গভর্নর জেনারেলের শাসন ভার লাঘব করার জন্য অবশেষে ১৮৫৩ সালের ১২ অক্টোবর বিলাতের 'কোর্ট অব ডিরেক্টর' অনুমতি প্রদান করলে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ক্রমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম অঞ্চল নিয়ে বাংলা-প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা ছোটোলাট পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৪-র ২৮ এপ্রিল বাংলার প্রথম ছোটোলাট পদে বৃত হবার আগে স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে ছিলেন শিক্ষা সংসদের (Council of Education)-সদস্য। সেই সময় থেকে বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক গুণগ্রাহী স্যার হ্যালিডে তাঁকে মাতৃভাষা শিক্ষাপ্রসারে নানাভাবে সহায়তা

ক'রেন। গুরু মহাশয়দের অধীনস্থ দেশীয় পাঠশালা এবং সরকার কর্তৃক স্থাপিত বাংলা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার শোধনে মতামত ব্যক্ত করে মিনিট লিখেছিলেন আরও অনেকে—রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, রমাপ্রসাদ রায় (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪) প্রমুখও। তাঁদের চাহিদা ছিল বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে ইউরোপীয়দের নিয়োগ। মানতে পারেননি হ্যালিডে সাহেব। সমকালীন বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রথমত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজের পঠন-পাঠন, পাঠ্যসূচি এবং প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন (বিদ্যাসাগর) শিক্ষা সংসদের সদস্য হ্যালিডে সাহেবের আনুকূল্যে। এ বিষয়ে শিক্ষা সংসদ তাঁকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলে কলেজের বিগত দশ বছরের সম্পাদক বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচক ধনাঢ্য বেনিয়া (নীলমণি দত্তর পুত্র) বাবু-রসময় দত্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হন (১৮৫০ সালের ডিসেম্বর)। বস্তুত বিদ্যাসাগরের পূর্বে সংস্কৃত কলেজে কোন অধ্যক্ষ পদ ছিল না। বিদ্যাসাগর-এর জন্যই অধ্যক্ষ পদটি সৃষ্টি (২২-০১-১৮৫১) হয়। সেকালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদেরকে চার-পাঁচ বছরেও মুখস্থ ক'রে আয়ত্ত করতে না পারা একটি দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' পাঠ করতে হত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদের কষ্ট লাঘব করতে তাই রচনা করেছিলেন বাংলা ভাষায় *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমিকা* ও চারখণ্ডে *ব্যাকরণ কৌমুদী*। এইভাবে সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ বাঙালির কাছে গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য করে তুলেছিলেন তিনি। বাংলা ভাষার শিক্ষার্থীরা তাই শুধু বর্ণপরিচয় নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের সহজপাঠের জন্যও বিদ্যাসাগরের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ, এর ফলেই বাংলা গদ্যের ধারা তার গতি খুঁজে পেলো। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। শিক্ষিত বাঙালি এবং ইংরেজ উভয়ের কাছেই এ ভাষার গ্রহণযোগ্যতা বর্ধিত হ'ল।

দ্বিতীয়ত, মাতৃভাষায় বাংলা শিক্ষা প্রচলন সহ বাংলাদেশে যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৬ সাল থেকে বিভিন্ন সুযোগে বলে এসেছিলেন, হ্যালিডে সাহেব তাকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন এবং ছোটলাট হবার দু'মাস আগে ১৮৫৪-র ফেব্রুয়ারি শিক্ষা সংসদে পেশ করা একটি প্রতিবেদনে (মিনিটে) তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন।

তৃতীয়ত, বড়োলাট হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত ১০১টি আদর্শ পাঠশালার পুনরুজ্জীবনে, বাংলায় দেশীয় ভাষায় শিক্ষার টোমাসন পরিকল্পনা (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটোলাট জেমস টোমাসন, ১৮৪৮) অনুযায়ী দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধনে এবং মহকুমাভিত্তিক বাংলা মডেল স্কুল স্থাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দায়িত্ব দেয় শিক্ষা সংসদ। শিক্ষা সংসদের সদস্যদের অনেকে (রামগোপাল ঘোষ, জেমস্ কোলভিল প্রমুখ) বিরোধিতা করলেও হ্যালিডে সাহেব-এর প্রত্যক্ষ ও দৃঢ়তাপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়। হার্ডিঞ্জের পর বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যালিডে-র মত রাজপুরুষের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থত, গ্রাম বাংলায়, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে বালকদের জন্য আদর্শ বিদ্যালয় সংগঠনের কাজে সংস্কৃত-প্রাজ্ঞ ও স্বচ্ছ শিক্ষাদর্শ এবং উজ্জ্বল ভাবমূর্তি সম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব বলে নির্বাচন করেছিলেন হ্যালিডে সাহেব।

অবশ্য বিলাতের 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্' একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার শাসনব্যবস্থা সংস্কারের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতে নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছিলেন বলে হ্যালিডে সাহেবও এতটা অগ্রবর্তী হতে পেরেছিলেন, এমন অনুমান করা যায়।

'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে রাধারমণ মিত্র মহাশয় লিখেছেন, "০১-০৫-১৮৫৫ তারিখে হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারিটি জেলায় পল্লী বালকদিগের জন্য আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় (মডেল স্কুল) স্থাপন ও পরিদর্শন করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয় মাসিক ২০০.০০ টাকা বেতনে। এখন হইতে তাঁহার মোট বেতন হইল মাসে ৫০০.০০ টাকা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার তাঁকে দক্ষিণবঙ্গে বিদ্যালয় সমূহের স্পেশাল ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৫-র আগস্ট থেকে ১৮৫৬-র জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় উল্লিখিত জেলার চারটিতে ২০ কুড়ি আদর্শ (বঙ্গ) বিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলা শিক্ষা প্রসারে অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বাংলা শিক্ষা প্রসারে হ্যালিডে সাহেবের উদ্যোগ কতটা সদর্থক এবং উপকারী হয়েছিল, তা বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-র জানুয়ারি মাসে পেশ করা একটি প্রতিবেদনে দেখিয়েছিলেন। যেমন—আদর্শ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে গুরু মহাশয়ের পাঠশালার ছাত্রদের অভাবনীয় উন্নতির কথা জানিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন—"এরা কলকাতা ও হুগলী নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করে সবচেয়ে যোগ্য শিক্ষক হতে পারবে।" শ্রমজীবী শ্রেণির সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়ার জন্য সরকারি পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বাংলা স্কুলে শিক্ষিত ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত চাকরির ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন।

ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেবের প্রশাসনিক এবং মানসিক সমর্থনের জোরেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষণের (গুরু ট্রেনিং) নর্মাল স্কুল, চার জেলার হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুল এবং বাংলা দেশীয় পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধান একযোগে করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশীয়দের মধ্যে বাংলা শিক্ষা প্রসারে তৎকালের অনুসৃত সরকারি নীতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ফটিক-স্পষ্ট উপলব্ধি ছিল। তাঁর সমর্থক ছিলেন হ্যালিডে সাহেবও। ইংরেজ সরকার প্রথমে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষায় মোটেই আগ্রহশীল ছিল না, এমন কি ইংরেজি শিক্ষিত কেরাণিকুল তৈরি করাও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৫ সালের আগে পর্যন্ত সরকার সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানেই আগ্রহী ছিলেন। চুঁইয়ে পড়া শিক্ষানীতির (Down Filtration Theory) সমর্থক কিছু দেওয়ান, বেনিয়ান, জমিদার এবং উচ্চশিক্ষিত হিন্দু প্রধানের উৎসাহেই এদেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়। রাজা রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সমাজপতিদের কেউ বাংলায় শিক্ষার বিষয়টি আলোচনাতেও (এমন কি শিক্ষা সংসদেও না) আনেননি।

ড: রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় "মেকলেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক, এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ... মেকলে এদেশে আসিবার পূর্বেই বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর এই রূপ শিক্ষা প্রণালীর অনুমোদন করিয়াছিলেন।" মেকলের 'মিনিট' ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বড়োলাট বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে ঘোষণা করার ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ-এর সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করেছিলেন মাত্র। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের দাবি পেশ করেছিলেন বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই। অনেক উদার হৃদয় ইংরেজও তাঁর এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৪৮ সালে একটি পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল

'...হজসন সাহেব এই বিষয়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহাতে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ একটি জাতির ভাষা ইচ্ছা করিয়া বদলাইয়া দেওয়া যায় না।" (*সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড—বিনয় ঘোষ*)। এই নীতির সমর্থক ছিলেন হ্যালিডে সাহেবও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উইলিয়াম অ্যাডাম সাহেবের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি সরকারি অনুদানের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন দিতে না পেরে অবিমৃশ্যকারী বলে সমালোচিত হলেন। বিদ্যাসাগর সুহৃদ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' সহ বিভিন্ন পত্রিকা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কলম ধরল : 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের ভূতপুর্ব লেফটেন্যান্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের অনুমতি লইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হ্যালিডে সাহেব পূর্বে এ বিষয়ে বড়লাটের মত গ্রহণ করেন নাই, এই অজুহাতে মাসিক মাত্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় বড়লাট নামঞ্জুর করিলেন। কিন্তু পরে তিনি ইহার অনুমোদন করিলেও ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ এই সামান্য ব্যয় অনুমোদন করিলেন না।' একরোখা ও ঋজুচরিত্রের বশবর্তী বিদ্যাসাগর কিন্তু সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়েও বালিকা বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে পরিপুষ্ট 'নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার' খুলে। ততদিনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষর পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। (৩ নভেম্বর, ১৮৫৮) সরকারি চাকরি ত্যাগ করলেও তিনি নারী শিক্ষা আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

কিন্তু একটি প্রশ্ন করে বারে বারে ঘুরে ফিরে আসে, বিচক্ষণ রাজকর্মচারি হ্যালিডে প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাক্ষী ছিলেন : ফোর্ট উইলিয়াম-শিক্ষা সংসদ-ভারত সরকারের উচ্চপদে অবস্থানকালীন বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বাংলার ছোটলাট হিসাবে কলকাতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭), ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে লাইন স্থাপন (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে কোম্পানির পরিবর্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন ক্ষমতা হস্তগত কারণ (১৮৫৮), ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন (Rent Act, 1859) প্রচলন ইত্যাদি। এমন কি, বাংলার গভর্নর অকল্যান্ডের (১৮৩৬-৪২) শাসনকালে W. W. Bird-এর চেয়ারম্যানশিপে পুলিশ প্রশাসনের পুনর্গঠনকল্পে গঠিত (১৮৩৬) Bird Committee-র সদস্য হিসাবে সুপারিশ দানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এহেন হালিডে বড়োলাটের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিদ্যাসাগরকে কেন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে দিলেন, একথা যেমন জানা যায় না, তেমনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তাঁর সিপাহি বিদ্রোহোত্তর ভূমিকাও জানা যায় না।

এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলায় দেশীয়দের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারে এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর ও হ্যালিডের যৌথ প্রয়াস চিরকাল স্মরণযোগ্য। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের মধ্যে গ্রামময় বাংলার অন্তরাত্মার ডাক অনুভব করেছিলেন। রাজকর্মচারী হিসাবে সফল প্রশাসকের বিশেষ গুণাবলির সঙ্গে হ্যালিডে সাহেবের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষমতা ছিল; ছিল সমকালের চাহিদানুযায়ী সঠিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা। 'Vidyasagar, A Reassessment' গ্রন্থে Gopal Haldar মহাশয় সুন্দরভাবে লিখেছেন, "These qualities made Haliday's popular educational schemes in Vernacular and Girls' Schools a resounding success in unbelievably short time."